একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত হবে

"দুটি সন্তানের বেশী নয় একটি হলে ভাল হয়"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি সড়ক, ঢাকা-১০০০
e-mail:dmss@dgfood.gov.bd
web: www. dgfood.gov.bd

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০০৮.১৭-৯৯

তারিখ ঃ ০৬/০২/২০১৮ খ্রিঃ

বিষয় ঃ সড়ক পথে মোট ৭৩০০ মেঃটন আমদানীকৃত আতপ চালের চলাচল সূচি।

সূত্র ঃ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম এর ০১/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০৩.০০০০.০০৫.৫০.০০৩.১৭-৫০৬ নং স্মারক।

চট্টগ্রাম বন্দরে আগত জাহাজ খালাসের নিমিত্তে এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছাড়ি জেলার বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি, ভিজিডি, জিআর, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী, জেএসএস, বিশেষ প্রকল্প ইত্যাদি খাতে বিতরণের জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম এর সূত্রস্থ স্মারকের চাহিদার প্রেক্ষিতে সড়ক পথে মোট ৭৩০০ মেঃটন আতপ চালের চলাচল সূচি নির্দেশক্রমে জারি করা হলো।

পরিবহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলী পালণীয় ঃ-

১। চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম প্রেরক হিসেবে কার্য সম্পাদন করবেন।

২। আখানি/চসনি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সূচির এলএসডি/সিএসডি'র ক্রমানুযায়ী উপ-সূচি জারি করবেন এবং অত্র দপ্তরে উক্ত উপ-সূচির কপি/অনুলিপি প্রেরণ করবেন।

৩। কীট আক্রান্ত এবং নিম্নমানের কোন চাল প্রেরণ করা যাবেনা এবং অধিদপ্তরের অনুমোদন ব্যতিরেকে সূচি বর্হিভূত কোন কেন্দ্রে খাদ্যশস্য প্রেরণ করা যাবে না।

৪। প্রতি ট্রাক/ওয়াগনে এ প্রেরিত চালের বিশ্লেষণ বিবরণীসহ নমুনা অবশ্যই যৌথ স্বাক্ষরে সিলগালা করে ঠিকাদার/প্রতিনিধির নিকট দিতে হবে।

৫। মাত্রাতিরিক্ত পরিবহণ ঘাটতির মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ইনভয়েসের ফেরত কপি প্রেরকের নিকট যথাসময়ে পাঠাতে হবে।

৬। প্রেরণ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা খাদ্যশস্য প্রেরণ ও প্রাপ্তি এবং ভি-ইনভয়েস মনিটরিং করবেন এবং সপ্তাহ শেষে অত্র দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

৭। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক / জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক / সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সূচি অনুযায়ী চাল প্রেরণ এবং গন্তব্যস্থানে মালামাল যথাযথভাবে পরিবহণ ও প্রাপ্তি মনিটরিং করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কোন কেন্দ্র থেকে বিনির্দেশ বহির্ভূত/নিম্নমানের চাল প্রেরণ করা হলে সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

৮। সূচির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরই প্রেরক কেন্দ্র থেকে ঠিকাদার ভিত্তিক প্রেরণ বিবরণী প্রস্তুত ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর পূর্বক ফ্যাক্স যোগে অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

৯। এ সূচি আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ তার অধীনস্থ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও ব্যবস্থাপক/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে অবশ্যই অনুলিপি দিয়ে অবহিত করবেন।

১০। প্রেরিত নমুনা অনুযায়ী প্রাপকগণ খাদ্যশস্য বুঝে নিবেন এবং সূচি ও ঠিকাদার ভিত্তিক প্রাপ্তি বিবরণী (জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত) ফ্যাক্স যোগে অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন।

১১। এই সূচির মেয়াদ আগামী ১৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

১২। সূচির নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ঠিকাদার খাদ্যশস্য পরিবহণে ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে আগ্রহী ঠিকাদারের অনুকুলে উপ-সূচি জারি করার জন্য আখানি/চসনিদের অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ

(মোঃ মিজানুর রহমান)
উপ-পরিচালক (চপরেস)
ফোন ঃ ০২-৯৫৫১৪২৮
তারিখ ঃ ০৬/০২/২০১৮ খ্রিঃ

প্রাপক ঃ চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক (খাদ্য),
চট্টগ্রাম।

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০০৮.১৭-৯৯(১)/৫০

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতি/অবগতির জন্য ঃ

১। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর,ঢাকা।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। পরিচালক, সবিবি/হিসাব ও অর্থ/সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা (খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।
৬। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ...।
৭। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা .....এলএসডি।
৮। অফিস কপি।

উপ-পরিচালক (চপরেস)
চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ।

০৬.০২.১৮

চলমান পাতা-২